

মহেন্দ্ৰ গীতি

—ভূমিকা—

আমি আমার কৈশোৰকাল থেকেই গান, কবিতা শ্রীতি উপহার, ছোট গল্প, নক্সা ইত্যাদি বচনা কবতাম। বই ছাপানোর পরস্যা ছিল না। এবং তখন অ'গরতলায় ভাগালক্ষী প্রেস ছাড়া তখন কোন বে-সবকারী প্রেসও ছিলনা। সেই রচনাগুলি হ'বি'য় গেছে। বঙ্কিম চন্দ্রের “বাধারানী” গল্পটি নাট্যাকারে লিখে একদা অভিনয়ও কবেছিলাম। সে পাণ্ডুলিপিও ষ্টে হয়ে গেছে। গান লিখতাম আগরতলাব হোলী উৎসবের জন্তে। শ্রীপদ্মমীতে সবস্বতী পূজাব সময় সে যুগে গান গেয়ে, মিছিল করে, চ'দোলায় মূর্তি আনা হোত পূজামণ্ডবে। প্রতি বছর সরস্বতী বন্দনা গানও রচনা কবতাম—রাগ রাগিনী মিশ্রিত সুর দিয়ে। সেগুলি আজ হাতে নেই। গানেব আসব জলসা ইত্যাদি জগাও গানেব কবিতা লিখেছিলাম। তাবপর মিটিং মিছিলে গাওয়ার জন্তেও জনসঙ্গীত লিখি।

ত্রিশ দশকে আগরতলাব বৃকে রাজপ্রাসাদ কেন্দ্রিক সে সঙ্গীত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। তা ত্রিপুরার গ্রামকে প্রভাবিত করেন গ্রাম ত্রিপুরা তার আপন সঙ্গীত সংস্কৃতি নিয়েই আনন্দে মগ্ন ছিল।

আগরতলা শহরে তখন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রপদ ধামাব ঝুঁকীর চর্চা হোত। আকতারী বাই, সিন্ধেশ্বরী বাই, কানিজবাই, বুলি বাই প্রভৃতির আগমন আর নৃত্যের তালে রাজপ্রাসাদ মুগারিত

আর ভারত বিখ্যাত কণ্ঠ ও বাজ যন্ত্রী উস্তাদদেব গানে রাজনার
উজ্জয়ন্ত রাজ দরবার মন্দিতে হয়ে উঠতো। সেদিন ত্রিপুরার
নিজস্ব পাগাড়ী নৃত্যগীত সংস্কৃতিকে রাজদরবারে কেউ স্থান দেয়নি।

চল্লিশ দশকে আমি আমি আমার শিল্পী জীবনকে ত্রিপুরার
লোকসঙ্গীতের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট পতিত হই।
কাজে নিয়োজিত করি। বাংলা হিন্দিতে যদি গান হতে পারে তবে
ত্রিপুরা ভাষায় গান লিখা যাবে না কেন? গান লিখলাম। সে
গান আজ ত্রিপুরা জনতার সম্পত্তি। আমার কাছে সে গান গুলি
নেই।

১৯৬৭ সনে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার
পর লোকগীতি লিখে আরম্ভ করি। অবশ্য ত্রিপুরী প্রোগ্রাম যখন
থেকে আকাশবাণী আসাম কেন্দ্র থেকে চালু হয়, তখন থেকেই
আমার রচিত গান সুর গীত হয়ে আসছে—আজও হয়। আসাম
কেন্দ্র থেকে আমার রচিত প্রথম ত্রিপুরী গান গায় শ্রীমতী সেবিকা
পাল (বসু) শ্রীমতী মধুছন্দা শূর। শ্রীমতী পথিকা দেববর্মা প্রভৃতি
কয়েকজন আগরতলার শিল্পীগণ।

ত্রিপুরী প্রোগ্রাম আসাম থেকে কলিকাতা কেন্দ্র স্থানান্তরিত
হওয়ার পর শ্রী কিরণ কুমার দেববর্মা, শ্রীমতী দেববর্মা, শ্রীমতী
পথিকা দেববর্মা প্রভৃতি সঙ্গীত শিল্পীদের কণ্ঠে আমার রচিত ও
সুর সংযোজিত গান বহু দিন গীত হয়েছে।

আগরতলা কেন্দ্রে লোকগীতি ও ত্রিপুরী প্রোগ্রাম চালু হও-
রার পর আমার স্নেহের কথা সঙ্গীত প্রভাকর ও ভাবসঙ্গীত বিশা-
রদ শ্রীমতী পথিকা দেববর্মা আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের কণ্ঠ-

শিল্পী হিসাবে স্বীকৃত পায়। তখন থেকে সে আমার রচিত লোক-গীতি ও ত্রিপুরীগীতি গাইছে। অত্যাঁচ আরো কিছু শিল্পী আছেন যারা আমার গান রেডিওতে গেয়ে থাকেন।

“সঙ্গীত ভারতী” গানের স্কুল প্রতিষ্ঠাতা উস্তাদ জীবন নাগের প্রকাশিত **নাদছন্দ** সংকলনে আমার রচিত কয়েকটি গানের ধরনটি আছে। খবরলিপি জী রবি নাগই কয়েকদিন।

আমার জীবনে কাব্য সাহিত্য লিখার সাধনায় বাংলা ভাষা অভিধান নিয়ে ঘষা মাজা করলে হয়তো একজন ভদ্র কবি সাহিত্যিক হতে পারতাম। সে লাঠিনে গেলামনা। আমি ভালবেসেছি লোক সংস্কৃতিকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস লোক সংস্কৃতিই দেশের মূল সংস্কৃতি। লোকগীতি লোক কবিতা লোক সাহিত্য লিখে গেলাম। আমার জীবন জিজ্ঞাসা—কর জন্মে লিখবো? দেশের গ্রাম গঞ্জে ৭৫ শতাংশ লোক যে সংস্কৃতিকে আপন সংস্কৃতি মনে করেন সেটাই লোক সংস্কৃতি। তাদের বোধগম্য গ্রহণযোগ্য ভাষায় গল্প কবিতা সঙ্গীত রচনাকে মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলাম। ঐ ৭৫ শতাংশ লোকের গ্রহণ ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি রেখে সরল সহজ কথায় সুন্দর গান লিখে গেলাম। যে গান লক্ষ লোকের কাছে কণ্ঠে গীত হয় সে গানই সত্যিকারের। এটা আমার বিশ্বাস।

ত্রিপুরী ভাষা আমার মাতৃভাষা। ত্রিপুরী স্বভাব কবির। ভিন্ন অল্প কেউ কবিতা রচনা করেননি ত্রিপুরী ভাষায়। ঐ লিরিক (Lyric) গুলি অলিখিত অবস্থায় ছিল। সেগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছি এবং ত্রিপুরী ভাষায় গণমুক্তির গান আমিই প্রথম লিখেছি। বিলুপ্তিমুখীন ত্রিপুরী বা জুমিয়া ভাষা সংস্কৃতিকে পুনরোজ্জীবিত করার কাজে আমার জীবন যৌবন বয়স প্রতিভা

[ঘ]

কণ্ঠ সুব ব্যয় কবে গেলাম ।

১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় কিছু প্রতিরোধের গানও লিখেছিলাম । আগবতলাব শিল্পী সার্থীতাক বৃন্দ ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এ গানগুলি গেয়েছিলেন ।

ত্রিপুরী প্রাচীন কবিদের ভাব ভাষা সুর বাংলা গানে সংযোজন এবং বাংলা গণসঙ্গীতের সুর ত্রিপুরী গানে সংযোজনের প্রচেষ্টা চালাই । উভয় ভাষায় ভাব কথা সুর দেয়া নেয়া অর্থাৎ সঙ্গীত সংগতি আনার চেষ্টা চালিয়ে গেছি । হয়তো আমার জীবনেও প্রচেষ্টা ও সাধনা ভবিষ্যতে কারো অনুকরণ যোগ্য মনে হতে পারে এবং অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে : সে আশায় বইখানা বেঁধে গেলাম । গানগুলি গায়ক গায়িকাদের হাদব পেলে তবেই আমার সব চেষ্টা ও উদ্দেশ্য সার্থক হবে ।

আমার কিছু গুণযুক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের একান্ত আগ্রহ আমার বচিত ও সুর সংযোজিত গানগুলিকে “মহোজ্জ্বল গীতি” নামে প্রকাশ করার দুঃসাহস যোগিয়েছে ।

—মহোজ্জ্বল দেববর্মা

মহেন্দ্র গীতি

❀ রাগ প্রধান সুরে

কোটি মানবের শ্রমের প্রতীক

তুমি হে তাজ মহল ।

মোঘল আমলের স্থাপতি শিল্পেব

তুমি যে চিহ্ন উজ্জল ।

প্রিয়ারে ভুলাতে শ্রমের নামে,

তোমারে ইশাদি প্রেমীরা মনে,

কত শাজাহনের বিনহাশ্বিনয়ে

আঁখি করে ঢল ঢল ।

মানুষের হাতে রূপায়িত তুমি

ওগো পাষান বেদিকা-

খেয়ালী মনের কোনরূপ তুমি

পরিচয় জানে কেবা ?

অলস কল্পনার আলপনা আঁকি,

তোমার স্বরূপ দিয়াছে গো ঢাকি-

ভাবের মানুষ ফাল্গুসেরা যত

বাদশা-দাস-পাগল ॥

❀ রাগ—বাহার : তাল ছপাকি

হোলি খেলত রাধা-কৃষ্ণ সুবাসী ।

আবিরে ডগমগ সব গোপিনাবী ॥

রঙে রঙে রাঙিল আজু ব্রজপুরী ।

চুয়া চন্দনে, হরষিত মনে

অগুর গুলাল সনে

লিয়ে রংঝারী ।

সব সখি মারত পিচকারী ॥

❁ স্বাগ-লাফি : তাল ছ'পকি

হোলি খেলত আজু ব্রজ গোপা বালা
ভাগি ভাগি যাওয়ত নন্দলালা ॥
চুয়া চন্দন ভরি মারত পিচকারী
ধরল বেরি কামু সব গোপবালা ॥
ঝলত রাধা কানু-আবিরে রাঙাতনু
উড়াওত আবির সব গোপবালা ॥
লালভেল কানন উনয়ত ফাগুণ
আউল বসন্ত লয়ে হোলিখেলা ॥

★ লোকগীতির দ্বারে

কাল ভ্রমরারে গুন্ গুন্ গুন্ গুন্
আর করিস না ।

আমি যে আবলা ফুল
আব সন্তোম পাবি না ॥

দারুণ রইদের জ্বালা
পরান অইল বালাপালা
গুকাইয়া ফুলের বুক তুই
আর মধু টুকাইস না ॥

ফুলে ফলে মধু খাইয়া
বেড়াস ভোমরা মজা লুইটারে
বাসী ফুলের প্রাণের হুঃখ
তুইত বুঝিস না ॥

কত ফুলে ফুল হারাইল
কত ফুলে কালি দিলিরে
মানা করি নির্লাজ ভ্রমরা

(আর) গুন্ গুন্ করিস না ॥

❀ হিন্দি কাণ্ডালা

[দেখো দেখো জালিম সাজন

শের :— শুনো শুনো কুয়েলকি পুকার
জগমে ফাগুন আইই হয় ।]

বাহারো ছাইই জগমে

ফাগুয়া আইই জগমে

ফাগু খেলনে আউ সুহানী রাতমে ॥

[ফুলকি মোসম কুয়েল কি গান

শের :— তু কাঁহা পরদেশি মেরি বালম
ইয়ে ফাগুন কি রাত মে ॥]

বাহারো -

[ভারো ভরি রাত প্রিতম

অঁখো ভরি নিদিয়া

শের :— কব তক্ বৈঠি রহ কাহো বালম
তেবে ইন্তেজারমে ॥]

বাহারো.....

★ (বিজয়া) লোকগীতির স্মৃতি

নবমী রাইত পোহাউল মা যাবে চলিয়া

সন্তানেরা আকুল হইল কাঁদিয়া কাঁদিয়া

তোমারে প্রণাম করি মাগো ভগবতী

না যাইও না যাইও মাগো করিয়ে মিনতি

খাইকা যাও মা আর কয়েকদিন সন্তানে লইয়া

প্রণাম জানাই স্বরসতী কার্তিক আর গণেশে

থাকো থাকো লক্ষী মাগো আমাদেরি সাথে

দেওনা সকলে মিলে ভোলারে ফিরাইয়া ।

মন শিক্ষা

★ লোকগীতির সুরে

প্রভাতে উঠিয়া সূর্যাদেবে প্রণামিয়া
হরেকৃষ্ণ নাম গান গাওরে ॥
সমনকে এড়াইতে ভরসিদ্ধু তড়িতে
নাম বিনে গতি আর নাইরে ॥
হরি হরি বলে, মন প্রাণ সঁপিয়ে
সদা কেন তারে ডাকনা
ভাবে বিভোর হয়ে নয়নের জলে
রাঙা চরণ ধুইয়ে দেওনাবে ॥
বিপুলে দমন কর কৃষ্ণনাম জপ কর
মায়া মুক্ত হবিলে সংসারে
শ্রীহরি চরণ ধরি এ দেহ পিনজর ছাড়ি
আনন্দ ধামে মন যাওনারে ॥

❀ ত্রিল্লি গীত

ইয়ে রাত সুহানী হায়
পাপীশা বুলি হায়
(দেখ) আয়ই খুসিকি রাত ।
ডাল ডালপে ভবরা গুঞ্জ
দেখ, আইই মদভরি রাত ।
আও সজনী নাচো গাঁউ
আইই মদভরি রাত ।
(কহো) দিলমে কিয়া কিয়া রাত ।
তেরি দিলমে কিয়া কিয়া বাত ॥

মহেন্দ্র গীতি

রাধা বিচ্ছেদ :

★ লোকগীতির সুরে

ওরে ভ্রমররে,

ঐক্য বিচ্ছেদে আমার অঙ্গ যায় জলিয়া

ভ্রমর কইও গিয়া ।

কইও কইও কইও ভ্রমর বন্দের পানে চাইয়া

অভাগিনী রাধা মরে

তোমায় হারা হইয়া রে ॥

ভ্রমর কইও গিয়া ।

সাজাইয়া ফুলের শয্যা

শয্যা হইল বাসী

সেই বাসী শয্যা লইয়া আমি

জলে দেই ভাসাইয়া ।

ভ্রমর কইও গিয়া ।

না খাই অন্ন-না খাই পানি

নাহি বান্দি কেশ

একেলা মন্দিরে থাকি

পাগলিনী বেশ রে ॥

ভ্রমর কইও গিয়া ;

আগে যদি জানতামরে ভ্রমর

যাইবেরে চলিয়া

(তার) ছুই চরণ বান্দিয়া রাখতাম

মাথার কেশ দিয়ারে

ভ্রমর কইও গিয়া ।

মুরসিদি

★ লোকগীতির সুরে

মুরসিদে করিব মুসকিল পাব।

এশুকাল বদলাইয়া দেয সে

বুঝিস গুণাগার ॥

লখিন্দব মইরা গেল

কাল নাগিনীর বিষে

মরা মানুষ জিন্দা হইল

কিবা চমৎকাব ॥

আজকের আমীর, কালকে ফকির হয় নে

ফন্দি ফিকির কত আছে

তার লীলা বুঝা ভার ॥

শুকনা ডালে ফুল ফুটে- ফল ধরেবে

মরা গাঙ্গে জোয়াব লাগ

মুরসিদেব কারবাব ॥

★ লোকগীতির সুরে

ত্রিপুরার পাহাড়ি গ্রাম ডাকে উশাবায়।

নবান্নে যাবি কে রে আয়।

নবান্নেরি ধুম পড়েছে ঘরে ঘরে আইজ।

শ্রামল গ্রামে গেলে বন্ধু বসতে দিব পিড়া,

বিগ্নি ধানের খই দিব, তাইচু ধানের চিড়া,

যাবি কে রে আয় ॥

পাহাড়ি ছরাতে বন্ধু বেশী নাই যে পানি,

ভিজা বালু অল্পজলে ভিজব চরণখানি,

অতিথি সেবা ঘরে ঘরে আপন পর যে নাই ॥

এই নবান্নে গায়ের মানুষ নিমন্ত্রণ জানায় ॥

★ লোকগীতির সুরে

যাইস না যমুনার জলে
ও প্রাণ সজ্জনী

কালার বাঁশীর বড় জ্বালা ॥

কখন বলে কালার বাঁশী

গৃহ ছাড়ি আয়

কখন বলে কালার বাঁশী

কুল ছাড়ি আয় ।

কালার বাঁশীর বড় জ্বালা ॥

বাঁশীতে মন নিয়াছে-বেধে রাখা দায়,

বাঁশীতে যমুনার জল

উজান বয়ে যায় ॥

কালার বাঁশীর বড় জ্বালা ॥

কখন ডাকে কালার বাঁশী

যোগী ঋষি আয়

কখন কালার চিকন বাঁশী

প্রেমে মন ভরায় ।

কালার বাঁশীর বড় জ্বালা ॥

★ লোকগীতির সুরে

শ্রীকৃষ্ণ আইলনা বলি, মান কইরাছে রাই

আইব কইয়া নিশি জাগে বিনোদিনী রাই ॥

আলাইয়া মোমের বাতি, সখি লইয়া জাগে রাতি ॥

মন টুংখে আকুল হইল বিনোদিনী রাই ॥

কালিয়ার মুখ দেখব না আর বৃন্দা সখি বাকগো দোয়ার

মোর কুঞ্জেতে আইতে যেন, না পারে কানাই ॥

★ লোকগীতির সুরে

ললিতা ললিতা গো

মন ভাঙ্গিলে মন মিশাবে

এমন আছে কয়জন

(আমায়) বলে দে ঠিকানা ।

সোনা ভাঙ্গলে সোনা মিশে

মন ভাঙ্গলে তো মন মিশেনা

মনে মন জোরাতে পারে

তারে একবার ডাক না ?

পিরীত থাকলে তেতুল পাতায়

দুই জনাতে শুয়া যে যায়

বিচ্ছেদ হইলে মান পাতাতে

বসতে ও যে হয় না জাগা ।

সোনা গলে সুহাগা দিলে

মন গলে কি সুহাগ দিলে

স্বর্ণ শিল্পী আছে অনেক

মন শিল্পী হয় কয়জন ?

❧ ত্রিপুরা উলি গাল

বুন্দাবন' উলি থুংগ রাধা কৃষ্ণ হরি

আবিল কোচাক ফুলজোলায় রাধাকৃষ্ণহরি

অগুর চন্দন রং গুলিউই

সখি সখা পাল পাল ফায়ৌই

বুজোলায়' পিচকারী রাধা কৃষ্ণ হরি ॥

❦ শিক্ষক দিবসের গান

নব ভারতের নব চেতনায়
(আমবা) জাগিয়ে দিয়ে যাই।
শিক্ষার বহ্নিকা লয়ে
(জ্ঞানের) দীপ জ্বলে যাই।
জীবনের গানে গানে
কিশোরের প্রাণে প্রাণে
যুগের ধীচি মোরা
নব সমাজ গড়ে যাই ॥
আত্ম স্বার্থ ত্যাগের ত্রাণে
আমরা মহিয়ান।
উর্দ্ধে তুলিয়া শির
দাড়ায়ে জাতীয় বীর
শ্রেষ্ঠ আসন লভিবে ভাস্কর
সমাজ সভ্যতায়
(বিশ্ব) শান্তি মহাসভায় ॥

★ হোলো গান

ফাগুয়া মেরি দিলমে
প্রেম লাগানা চাহাতা হায়।
ভুলা হোয়া তু দিলোকো
ফিরতি মিলানা চাহাতা হায়
বিছরে ছয়ে পন্ডিওনে
বৃন্দ রহি হায় আপনা সাথী কো,
তুনে কিয়া যাকু লাগায়
জখমি দিলমে সহ্য না যায় ॥



লোকগীতিঃ ১৩

যা পাখী যা বন্দর বাড়ী

সে যে থাকে অনেক দূর ।

কেমনে যাইব আমি

পশ্চ না দিল বিধি মোর ॥

বন্দেব বাড়ীর ফুলেব বাগান

চিরল চিরল পাণ্ডা,

সেই বাড়ীতে যাইবা পাখী

কইবা আমার কথারে ॥

যায় পাখী যা

মরো আছে প্রেদ শত্রু

আয়ন গোয়ালা,

(আবে) তার জ্বালাতে মহলাম আমি

কি কবি উপায় বে ॥

যায় পাখী যা

আঙ্গুল কাটিয়া কলম বানাইলাম

লিখিলাম চোখের কলে,

পদ্য পাণ্ডায় লিখলাম পত্র

যত দুঃখের কথা বে ॥

যায় পাখী যা



ভজন

শ্যামল সুন্দর গোপীজন মনোহাবী ।

কর্ণেশোভিত রজত কুণ্ডল কনক কীরিটিধারী ॥

শুভে অঞ্জন নীলনয়ানে,

বাজে নুপুর রাতুল চরণে,

বন্দনা করিহে মহা প্রভু

শঙ্খ চক্র গদা পদ্যধারী ॥

★ লোকগীতির স্তম্ভ

কাল কুকিলানে, আর ডাকিসনা. কুল কুল

জ্বালাইয়া প্রেমের বাতি '

জীবন আমার করলাই মাটি—ও

(এখন) আমার সনে কয়না কথা বে বধুয়া

আর ডাকিসনা

আমি শ্যাম কলঙ্কে, কলঙ্কিনী গো

ও আমি বন্ধু প্রেমে পাগলীনি গো

(আমি) সে আগুন কি দিয়ে নিভাই ।

আর ডাকিস না

শিখাইয়া প্রেমের রীতি, বুঝাইয়া প্রেমের নীতি

এখন কেন কয়না কথা রে বধুয়া ॥

আর ডাকিস না.....

আমি প্রেমের বিষে জর জর গো

(আমার) কাপে অঙ্গ থব থর গো

(আমি) কার কাছে কই দুঃখের কথা গো

আমি কাবে বা বুঝাই ॥

আর ডাকিস না

গীৱে কালী মালসী

তারা মায়ের রাডা পায়ে

প্রাণ সপেছি ভাই ।

যায় যদি এ তুচ্ছ পরাণ

দুখে কিছু নাই ।

জবার জীবন ধন্য হল,

মায়ের চরণ পরশ পেল,

(তার) পায়ের আলতায় লাল হলশে

চেয়ে দেখনা ভাই ।

★ লোকগীতির স্তব্ধ

বজ্রনী শ্রভাত কালে
আইলা কি লাগিয়া রে
যাও যাও নিঠুর কালিয়া ।
নাবীর বসন পইরা আইলা
এলকি ঝাড়া দিয়া গো
যাও যাও নিঠুর কালিয়া ॥
জ্বালাইয়া চান্দের বাতী
কুঞ্জে কাটাট সাবা রাতি,
অভাগিনী ত্রি বাধারে লইয়া ॥
অঙ্গেতে সিন্দূর চিহ্ন
কাজলেতে মাখামাখি ও
কাব কুঞ্জেতে বাত কাটাইলা
নিলাজ কালিয়া ॥

★ ত্রিপুরী গান

ফায়দিবা তাম্বুরাও, ফায়দি বা বুথুরাও
হান' সোনামনা ফায়দিবা ।
ম'তাল ত্রিপুরা, রাঙচাকনি ত্রিপুরা
সোনামনা যাহু ফায়দি বা ।
আচাই হা চীনি নকবার কোচাং বিনি
খুম বুবার মতম ছুনা ফায়দিবা ॥
চুঙ জত' মিলিউই, কক থানছা আংগোই
য়াপ্রি ছেনা ফায়দি বা ॥
টক নাহারদি বোছুক নায়থকমা
তাল সাল আখুকিবি চুঙমানি ॥
হানি ন খাঅ পিরমানি ॥

মহেন্দ্র গীতি

❀ (লোক সঙ্কীর্ণ কাব্য)

ঝুম ঝুম করি এল, বাংলাদেশেরি বরষা ।
কদম কেশর ঝরে পড়ে, সুবাস বিলায় কেয়া ।
এমনি দিনে গাঁয়ের বধু, কাজে মেতে যায়
(বলে) তরায় ঢেঁকিতে পাড় মারনা গো

চিড়ার ধান কেন মজেনা ?

ক্ষেতের খনে বাড়ী আইলে

খাইতে কি দিবিনা লো—

সোয়ামীরে খাইতে কি দিবিনা ॥

ঝুম ঝুম করি এল, বাংলা দেশেরি বরষা ।
হেথা হোথা দাঁড়াল জল, ভেকের আজি খেলা ।
এমনি দিনে গাঁয়ের বুকে, মাছ ধরিবার পালা ।
ময়দান পাথরেরে রামু মজিদ ঠেলা জাল বায় ।
কখন উঠে টেংরা পুটি, কখন বা কিছু নাটবে ॥
রামুর তুকু মজিদে খায় কোন হিংসা নাটবে ॥
ঝুম ঝুম করি এল, বাংলা দেশেরি বরষা ।
ঘোলা জলে দেশ ভরে যায়, নৌকোর বসে মেলা ॥
এমনি দিনে গাঁয়েব বধুব আঁখি ঝরে হয় ।
(ডাকে) তোবা কে যাসরে ঢলি গাঙ দিয়া, কুশা নাউ বাইয়া
আমার দাদারে কইয় নাটয়র নিত আইয়া ।
এতদিন ঠাইল বিয়া না দেখিল আইয়া
আমি অভাগিনী মরি যে কান্দিয়া ॥

★ লোকগীতির স্তর

তোরা দেখবি কৈগো আয়
 ঐ যে সোনার মানুষ, এল নদীয়ায় ।
 সে যে কাবে জানি কঁাদাইয়াছে
 তাইতো কে'ন্দে কে'ন্দে বেড়ায় ।
 ও তাঁর কাচা সোনার রং
 ও তাঁর নাচের দেখ ঢং
 ভাবে বিভোর হেলে ছলে

বধা নামের গুণ গায় ।

কার প্রেমের দাম দিল না বলি
 যারে তারে প্রেম বিলায় ।
 গৌরা ডেকে বলে যায়
 পাপী তাপী আয়
 নামেদ গুণে ওববি যদি ভব দরিয়ায় ॥
 হুহ বাহু তুলে নেচে নেচে
 ঘরে ঘরে নাম বিলায় ॥

★ দরবারী স্তরে

তিনি উলি খুঁটানু কৃষ্ণমুসারী ।
 রাখা বাই এং খুঁটানু নাউই রং নি ঝাবি ॥
 কবর' বসন্ত ফায়খা, তাই সয়লিয়া সিকল ঐখা
 আবির বাই বংগুলিউই বৃহানু পিচকাবী ॥
 (আজ কৃষ্ণমুসারী রাখা বসন্তে বংএর ঝাবি
 নিয়ে হোলী খেলবে । উন্নত বসন্তকাল এসেছে
 যুব মন আর সইতে পারছেন। আবির দিয়ে
 বংগুলে পিচকারী মারবে ।)

❁ লোকগীতির সুরে

নব ভারতের নব চেতনায়
(আমরা) জাগিয়ে দিবে যাঁহি ।

শিক্ষার বক্তৃকা লয়ে
(জ্ঞানের) দীপ জ্বলে যাই ।

জীবনের গানে গানে
কিশোরের প্রাণে প্রাণে
যুগের দখীচি মোরা

নব সমাজ গড়ে যাই ॥

আত্ম স্বার্থ ত্যাগের ব্রতে
আমরা মহিয়ান ।

উর্দ্ধে তুলিয়া শির
দাড়াবে জাতীর বীর
শ্রেষ্ঠ আসন লভিবে ভারত
সমাজ সভ্যতায়
(বিশ্ব) শান্তি মহাসভায় ॥

★ হোলী গান

হোলী খেলত আজু ব্রজগোপবালা ।
ভাগি ভাগি যাওয়াত নন্দলালা ॥
চুয়া চন্দন ভরি মারত পিচকারী ।
ধরল বেড়ি কান্ন সব গোপবালা ॥
ঝুলত রাধা কান্ন, আঁবিরে রাঙা তনু ।
উড়াওত আঁবির সব গোপবালা ॥
লাল ভেল কানন, উনমত ফাগুন ।
আঁউল বসন্ত লিয়ে হোলী খেলা ॥

❧ ছড়া গান

ঘুমাও মানিক ঘুমাও
ঘুমাও সোনা ঘুমাও
ঠাকুর দাদা, ঠাকুর মা'র
গল্পের বুরি খুল—
(দেখ) রাক্ষস খোক্ষস
দৈত্য দানব জলদি চোখটি বুজো ॥
(শুন) হাঁউ হাঁউ ক'ণ্ডিবে
মুহুৰ্ঘ্য গন্ধ পাউরে
(উমা) মূলার মত দাঁত তার
কোলার মত কান
বট গাছেন মত পা তার
তাল গাছেন মত হাত
জিহ্বা লক লক মেঘ চুল নিয়ে
ঐ ধেয়ে ধেয়ে অ'সে, ঘুমাও খোকা
ঘুমাও, ঘুমাও মানিক ঘুমাও ॥
এই কথা কি খোকা তুমি
শুনেছ কখনো— ?
বার হাত কাঁকুরের
তের হাত বীচি ।
চিচিং চিচিং চিঙ্গা
নাক ও নাই কান ও নাই
কাটবি কি তার ঝিঙ্গা ।
দের আঙ্গুলে বীর তার
সোয়া হাতের টিকি
ছলু বেড়াল বাতন তার

দৌড়ে বড়ই চাক্স।।
 ঘুমাও খোকা ঘুমাও ॥
 সাত সাগর আর
 তের নদীর পাড়ে,
 তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
 রাজকন্যা এক থাকে।
 কলাবতী নাম যে তারি
 মেঘ বরণ চুল,
 শিয়রে তার রূপোর কাঠি
 ঘুমে অচেতন—
 কাল সকালে আনতে
 যাবি—ঘুমাও খোকন ঘুমাও।
 (এখন) ঘুমাও মানিক ঘুমাও ॥

★ লোকগীতির সুরে

দেহেতে ছয় রিপূর খেলা
 কোন যাহুগর খেলায়।
 দেখিনা চিনিনা তারে
 থাকে সে কোথায়।
 এক রিপুতে দেহনাশে,
 এক রিপুতে প্রেম আসে,
 আর এক রিপূর ঠেলায় পড়লে
 সর্বস্ব যে যায়।
 দেহ ময়দানে রিপূর লড়াই,
 প্রাণ পাখী কয় পালাই পালাই।
 রিপূর দমন সাধন ভজন
 দীক্ষা তত্ত্ব বলে যায় ॥

মহেন্দ্র গীতি

★ লোকগীতির সুরে

কোন কপসী জল আনিতে

যায়রে সুবল সুবলরে,

পায়ের মল যে বাজাইয়া

সুবল দেখরে চাইয়া ॥

কোন কপসী জল অনিতে যায়গো

মাথার বেণী যে আউলাইয়া

সুবল দেখরে চাইয়া ॥

থমকি থমকি চলেরে

কাঙখে কলসী লইয়া ।

সুবল দেখরে চাইয়া ॥

মাথার ফুল সে ধরল বুকে বে

(সুবল) আমার পানে চাইয়া ।

সুবল দেখরে চাইয়া ॥

টুক টুকে রাঙা মুখ তার

সাঁচি পান খাইয়া—

সুবল, ভাউট্যালী পান খাইয়া ।

সুন্দরী কণ্ঠার খবর

ধরায় আন গিয়া ।

সুবল, দেখরে চাইয়া ॥

ফায়ুদি বা তাখুরাও গানের বাংলা অনুবাদ

ভাই বোনেরা দেশ গঠন করবে এসো ।
আমরা নতুন গণতান্ত্রিক ত্রিপুরা
সোনার ত্রিপুরা গঠন করবো এসো ।
আমাদের জন্মভূমি ত্রিপুরার শাস্ত্র
সুশীতল বায়ে প্রস্ফুটিত ফুলের ভ্রাণ নাও ।
সবাই মিলে এক্যবদ্ধ হয়ে
চলবো—কদম বাড়াবো এসো ।
ঐ চেয়ে দেখো আমাদের মাতৃভূমি
ত্রিপুরার আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ ।
কেমন উজ্জল বিরাজ করছে ।

★ লোকগীতির সুরে

দেশে শান্তির হাওয়া বয়,
পাকনা ধানের গন্ধ বয়,
গ্রাম ত্রিপুরা দেখবি যদি আয় ।
আয় —আয়—আয় ॥
রাইমাবি অর্থে জলে,
লাথো চাঁদের বাতি জ্বলেবে,
বাঁশের বাশীটি তরুর রাজায়ে
ত্রিপুরী বনগীতি গায় ।

(শুনবি) আয়—আয়—আয় ॥

সবাই মিলে মাঠে যায়,
যাব যার ক্ষেতে হাল চালায়,
কিবাণ সবাই মাটিব মালিক ।

(দেখবি) আয় আয় আয় ॥

★ মৈশান গীতঃ শ্লোক

ও বিদেশী গোয়ালী,

কে জানতো রে মৈশান,

তুই আইলি মোর তরে ।

ছোট জালে জিহ্বাস করে দিদি

মৈশান কোন জন ?

(মহিষ) পালের আগে দৌড়াইয়া নাচে,

ডাইনের কানে সোনা । বে মৈশান,

তুই আইলি মোর তবে ॥

দুধ কিবাইতে আয়ত্তা যখন

আমাগো গেরামে,

দেগা ধরভাম, কথা কইতা নিরলে গোপনে ।

এলকি ঝাড়া দিয়া মৈশান

ওখন গাইতা গান,

বন্ধ হইয়া যাউতো আমাব

সকল কাজ কাম ।

কলঙ্ক বসাইল যত

গেরামী হাবানী,

তোমার আমাব শত্রু হইল

এমন সোনার স্বামী ।

তোমাব বৃকে ভীর বিন্দাইল

সকল জল্পাদে,

অভাগিনী কাইন্দা মরি

(এই কি) লেখা ছিল কপালে ।

জল ছাড়া মীন বাচেনা

তুমি ছাড়া আমি,

বিষ খাইলি সঙ্গে যাউবাম

গো ঐমের সোয়ামী ।



Rs 8/-

★ মোকশীতির স্তোত্র

কৃষ্ণ :—চান্দ্রবলী ধরলো কৃষ্ণে
পথে লাগল পাইয়া ।

কাতর হইয়া বলে কৃষ্ণ

(চন্দ্র) আইজ দেওগো ছাড়িয়া

চন্দ্রা :—নীতি নীতি যাওগো বন্ধু

আমায় ঝাঁকি দিয়া,

আইজ তোমারে পাউছি নিষ্ঠুর

না দিমু ছাড়িয়া ।

বাধার কুঞ্জে যাওগো নিষ্ঠুর

নূপুর পায়ে দিয়া,

আমার কুঞ্জের কাছ দিয়া যাও

নূপুর হাতে লইয়া ।

আমার মনেব সাধ বন্ধু

যাওগো পুরীইয়া,

কলা যাউও রাধার কুঞ্জে

যামিনী কাটাইয়া ॥

❀ উল্লিখিত গীতাবলী

কুহ' কুহ' কুংকিলা খবাং

সাচলাং ফিরগীত ফায়খা দী ।

বরচুক মান্দার বুবার

ঈক বার বাইখা

'বলংলে ছিকল! চা খা দী ॥

দালের দাল রংনি নাহারদি তকছা

রীচাবাই মোছাউই বিরীই তংখা

সাচলাং ফিরগীত ফায়খা দী ॥

★ থানছানি রাচাবম্বঃ

জাগা জাগাঅ আচাষ খাউব'
চীনি ছিনিমা কাইছা—
চুঙলে ভারতনি বোছা ।
জুদা জুদা দবম তুংখাউব'
চীনি ছিনিমা কাইছা—
চুঙলে ভাবতনি বোছা ।
তামিল, ত্রিপুরী, পানজাব মারাঠী
চীনি জাউতিলে কাইছা—
মুগলি কুকি আসামি বিহাবী
ভারত জতনি হা ।
মেঘালয় হিনদি মিজুবাম হিনদি
হা বেদেক ভারতনি
ভাবতীয় চুঙ, ভারতলে চীনি
চুঙলে ভারতনি বোছা ।
ভারতনি শাস্তি, চীনি শাস্তি,
ভাবতনি সুখ, চীনি সুখ,
ভাবতনি সুখ, চীনি সুখ,
চুঙলে জুদায়া বা ।

সংহতি

আমবা বিভিন্ন জায়গায় জন্মালেও আমাদের একটি মাত্র পরিচয় আমবা ভাবতবাসী—ভারত সন্তান । আমরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও আমাদের একটিই পরিচয় আমবা ভারতীয় ।

তামিল ত্রিপুরী পানজাবী মারাঠী মণিপুরী কুকি বিহাবী, ভারতই সবার দেশ । মেঘালয় মিজোরাম নাগালাণ্ড সব রাজ্যই ভারতের অঙ্গ রাজ্য ।

আমরা ভারতীয় । ভাবত আমাদের-আমরা ভারত সন্তান । ভাবতের সুখ দুঃখ শাস্তি অশান্তি অংশীদার আমরা । কারণ আমরা ভারত সন্তান-পৃথক নই ।

মহেন্দ্র গীতি

★ সাচ্‌লাং-ন' লাম্ব ছমানি

সাচ্‌লাংনি নবার ছিবুইলে ফায়খা

ছিক্‌লারগনি বোখা স্ক্‌লাইনা নায়খা ।

মাজিলতা-ন' সুংদি ?

মাজিলতানি বুবার মানোই

বলং বড়বরাই কীসুপনা ফায়'

বীনি বোখানি বাহায় মতম-ন'

ছাব'-ন' রোনায় সুংদি ?

ছক্‌ তাংগীই চানাউ

ছক্‌ ছক্‌না নাংগ,

সাচ্‌লাং ফিরগীই ফায়খাউ,

বলং তস্কুমা ছ ছ পুংখা দো

সাচ্‌লাং নিহিনোই ফায়খা ।

উতুরনি নবার কীতাল ছিবুই ফায়'

উলাই কবন' নায়দি ?

চীনি হাঅ কীতাল তংমুং ফিরগ'

হানি ছিকলা তিয়ার উংদি ॥

বাংলা অর্থ :—

বসন্ত মলয় বইছে । সুব মন উত্তলা । মাধবীলতা ফুলকে
সুধাও, সে কি বলে ? মাধলতার ফুল পেয়ে বন ভ্রমবা মধু লুটতে
আসে । তার বকের সুগন্ধ মধু কাকে সে দেবে সুধাও । জুমিয়ারা
বসন্তকাল কিরে এলে জুমে আগুন দেয় । বনের তস্কুমা পাখী

ছ ছ করে ডাকছে, যেন বসন্তকে আহ্বান জানাচ্ছে । উত্তবেশ ন
মলয় মুহূৰ্ত্ত বইছে । ঐ দেখো, শুকনো বাঁশের পাতাগুলি
উড়ছে । অর্থাৎ আমাদের ত্রিপুরায় পুরনো সংস্কৃতির রূপান্তরে ন
সংস্কৃতি আসছে, যুব সমাজ তাকে স্বাগত জানাতে তৈরী হও ।



★ গরিয়াসি চোচাবমুঃ

খানানি সীকাং বাবা গরিয়া
নন' চুঙ ছেংগারগ পাল খুলুমজাঅ ॥
বিসু কতর' ফায়খা বাবা, '
সাল ছিনি বেরাই লাহা;
কামি কামিঅ গুরিউই বাবা,
চুঙ-ন' নাহার বাইখা ।
তক রাখারাই তকতায় তানৌই
(বাবা) নীনি য়াকুং ছুঅ ॥
চুন' হামরিদি চুন' মোখাংদি,
নীনি ছেংগারগ-ন' বাবা;
লাম কর'নাই সমাজ কাগনাউ
বরগনি বোখা ফিরগদিবা ।
মাম খুল নাউই ফায়ফিদি বাবা
খালিনি বিসুসেনাঅ ॥

মহেন্দ্র গীতি

★ লোকগীতির সুরে

মন্ত্র শিখাইলা গোঁসাই

গিয়ান দিলাই না ?

তত্ত্ব কথা কইলা কত

জাতের কথা কইলা না ?

জন্ম হইলে জাত হইছে কয়,

মইবা গেলে পাত হইছে কয়,

জাতপাত বলতে পারে বুঝায়

এইটা কইলা না ?

যে মানুষ হইয়াছে জাত

মবনেই না শেষ হইত ?

ছুঁইলে জাত কেমনে যে যায়

(এইটা) শিখাইলা না ?

জাত পাত লইয়া করছে লড়াই

এইটা কোন ধর্ম গোঁসাই ?

জাত নিপাতে কত পুণ্য

এইটা কইলা না ?





আমি না সবাই

সমাজতন্ত্র কায়েম করিতে ।

সি পি এম আনবে দেশ

শপথ নিয়েছে ।

কাজ করে ভাই ভিন্ন দলের

দেশের বুকেতে ।

সি পি এম যদি এই ভারতে

সমাজতন্ত্র আনে ।

সবাই আজ শক্তি যোগাও,

সবাই আজ সংহত হও,

এক পতাকা তুলেই ভাই

লাল বাগুরি তলে ।

মিছে আর ভয় কেন ভাই

কেনরে সংশয়,

সি পি এম'এর এই ধ্যান

মিথো তো আর নয়,

জনতার সুখের তবে

দেশের উন্নতি তরে

সমাজতন্ত্রে পথের হৃদিশ

লেখা রয়েছে ।

আচায়হা ত্ৰিপুৰা

জত' হানি সোলায় হা কাহাম
আচায় হা ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰা ।
জত' হানি সোলায় হা নায়থকমা
আচায় হা ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰা ॥
হাতাট খাইছিনি নি ত্ৰিপুৰা
ভায়বুক বুকছিনি নি ত্ৰিপুৰা ॥
উলুং খুমলুং নি ত্ৰিপুৰা
নায়থকমানি বারা ম ত্ৰিপুৰা ॥
মাযফাং খুফাং নি ত্ৰিপুৰা
তংথক তংকোচাং নি ত্ৰিপুৰা ॥
জত' দরম তংনায়মা ত্ৰিপুৰা
জাতি উপজাতি নি হা ত্ৰিপুৰা ॥
গণতন্ত্ৰ হামজাগনায় ত্ৰিপুৰা
কিচিং হালক খাজাকমা ত্ৰিপুৰা ॥
ভায়তনি হা বেদেক ত্ৰিপুৰা
ভাবতীয় চুঙ জত' তংনায় মথাছা ॥

★ লোকগীতিৰ স্মৃতি

সোনাৰ প্ৰতিমা আজি

দিলাম গো ভাসাইয়া ।

কান্দিয়া ক'ন্দিয়া আইলাম ভাসানেতে বাইয়া ॥

আমবা ডাকি মা মা,

মায়ে ভো আৰ গুনেনা গো

কান্দিয়া কান্দিয়া আইলাম ভাসানেতে বাইয়া ॥

আইলা মাগো পাকী চড়ি
 গেলে নৌকা করি,
 শবৎকালে আবাব আটসো ওগো শারদীয়া ॥
 আমাগোরে মনে বাউখো,
 কৈলাসেতে সুখে থাউকো,
 পুত্র কণা জামাউ বাবা ভোলানাথে লইয়া ॥

★ বিজয়ান্ত গাল

(ভূমি) আইজ গেলাই মা
 আবাব আইস গো —
 একটি বছর পবে ।
 তোমারে বিদায় দিতে
 চুন্ধের পানি বারে, উমাগো ।
 শিউলি কাঁন্দে, চল কাঁন্দে,
 কাঁন্দে হেমন্তেব তারা,
 পশুপক্ষী সবাই ান্দে
 তোমার লাগিয়া,—উমা গো ।
 মায়ের প্রানে কি যে ব্যথা গো
 মটিয়া নাইয়র আইয়া ।
 বিদায় দিতে পরান ফাটে
 জানে সব জননী,—উমা গো ।
 মা হইয়াছ, বুঝ বা দুঃখ
 মা হওয়ার কি জ্বালা,
 পরের বাড়ী গেলে কণা
 সদাই ভাবনার পালা—উমাগো ।

★ বিজয়্যার গান

ঘন ঘন ডম্বুর বাজে
দশমীর সাঝ বেলাতে গো
(আমার) প্রাণেব উমাবে যায় লইয়া ॥
কৈলাশেতে ঘর সংসার
ক্ষেপা স্বামী উমা মাব গো ;
সে সংসারে যাইবার লাগি
উমা যে উতাল্লা ॥
জামাই খায় ভাং ধুতুবা
সুখ নাই আমাব উমা মার গো ;
হুঃখে হুঃখে উমা আমাব,
জীবন যে কাটাইলা ॥
সঘনা প্রাণে, বিদায় নিদে,
জামাই আইল উমা নিতে গো ;
সংসাবেতে মন নাই বাবার
শিব শস্ত্র আপন ভোলা
(আমার) প্রাণেব উমানে যায় লইয়া ॥

★ লোকগীতিস্তু হুঃ

বুন্দে গো কৃষ্ণে আন
মথুরাতে যাইয়া ।
অভাগিনী রাখা আছে
পথ পানে চাইয়া ।
কইও কইও কইও খবর
কৃষ্ণের কাছে যাইয়া ।

(ভাঁর) রাধা মরে প্রেমানলে

কৃষ্ণ হারা হইয়া ।

জল ছাড়া বাঁচেনা মীন,

ছাড়াছাড়ি হয়না রাতদিন,

রাধা কৃষ্ণ যুগল নামটি

(কেমনে) থাকে ভিন্ন হইয়া ॥

শান্তি রাখবি আয়

আমরা ত্রিপুরা বাসী,

অদেশকে ভালবাসী,

শান্তি রাখবি আয় ?

ক্ষেতে ক্ষেতে সোণালী ধানে,

প্রাণের আভাস ঐ যে আনে,

(এসো) কাটি ধান গোলায় তুলি,

দুর্ভিক্ষ যাকনা চলি,

শান্তি রাখবি আয় ?

সীমান্তে সীমান্তে

যত সব দুঃসমণে,

দেশের উন্নয়নে

আঘাত যে হানে,

তুমি আমি দেশের নওজোযান,

এসো গাহি একতারি গান,

এইতো লগণ এলো,

সকলের বিভেদ ভুলার,

শান্তি রাখবি আয় ।

মহোজ্ঞ গীতি

★ লোকগীতির সুরে

বাঁশী শিখাইয়া দাও আমারে,

বাঁশী শিখবার লাগি আইলাম

তোমার ঘরেতে ॥

গ্রাম তুমি কেমনে বাজাও বাঁশী,

কোন যাত্নে ঘর ছাড়িয়া

তোমার কাছে আসি ।

সেই বাঁশী আজ শিখবাম আমি

শিখাইয়া দাও আমাবে

আমি আইলাম তোমার ঘরেতে ॥

বাঁশীতে কেমনে তুল গান,

যে গানেতে হরণ কর গোপনারীর মান,

সেই গান আজ শিখবাম আমি

শিখাইয়া দাও আমাতে ।

আমি আইলাম তোমার ঘরেতে ॥

কোন সুরেতে বাজলে বাঁশী গো

ফোটে কদম ফুল,

কোন সুরেতে বাজলে বাঁশী

নারী ছাড়ে কুল,

সেই সুর আজ শিখবাম আমি

শিখাইয়া দাও আমারে ॥

★ লোকগীতির স্তরে

ও কিষান বন্ধুরে ও চাষীর বন্ধুরে

মেঘ রাজাবে—

এক ঝরি মেঘ দে চাষের কাজে যাই,

এক ঝরি মেঘ দে ক্ষেতের কাজে যাই ।

মাঠ ফেটে খান খান—

কোথায় বুনিব ধান,

ফসল বুনার মোদের সময় বয়ে যায় ॥

মেঘ রাজা এসো,

মোদের দেশে বসো,

খরাণের মরণ হতে আমরা বেঁচে যাই ॥

ঝালে বিলে নাই পানি

করে ছটফট প্রাণ খানি

গ্রীষ্মেব দাক্ষণ তাপে আনবা মরে যাই

এক ঝরি মেঘ দে ভিজিয়া বেড়াই ॥

ঘৌ মউ মউ আম কাঠালের

পিড়ি দিবো পেতে.

ছটো মিষ্টি কথা কইবে বসে মোদের আজিনায়

★ লোকগীতির স্তরে

(সখিরে) আইল না ফিরিয়া

বন্ধু আইল না ফিরিয়া ॥

বসন্ত আইল দেশে

গুননা ডালে ফুল ফুটাইয়া,

বন্ধু আইল না ফিরিয়া ॥

জুমে'র আশুন সবাঈ দেখে,
 মনের আশুন কেউনা দেখে গো,
 (আমি) সারা জীবন মবিলাম জলিয়া ॥
 মেঘ ঝরিলে জুমে'র বুকে
 আশুন য'র নিবিয়া.
 প্রেম বারি ঝরিলে বুকে
 বিচ্ছেদ যায় নিবিয়া গো,
 বন্ধু আইল না ফি'িয়া ॥

★ লোকগীতির সুরে

সুখ নাহবে আমার
 বিধি হইল বাম ॥
 তোমার ভাগ্য লিখলো বিধি
 সোনার কলম দিয়া,
 আমার ভাগ্য লিখলো বিধি
 বাশের কলম দিয়া,
 এ ই.ত। নিষ্ঠুর বিধির কাম ॥
 তাইতো তুমি গুথে আছ
 আমাবে ভুলিয়া,
 আমি সদাই কাইন্দা মরি
 তোমার লাগিয়া ।
 কি দোষ তোমার শ্রাম ॥
 প্রেম ধনে তুমি ধনী
 আমার প্রেম নিয়া,
 ভিখারিনী হইলাম আমি
 সেই প্রেম বিলাইয়া ।
 (আজ) কিবা আমার দাম ॥

বিজয়ার গান

জাগো জাগো গিরীরাজ

রাতি প্রভাত হইল ॥

নন্দি ভৃঙ্গি সজ্জি কটরা

ঐ বুঝি বা ডামাই আটল ॥

ধণ ধণ শিংগা বাজে,

ঐ বুঝি বা ভোলা আইয়ে,

উমারে পাঠাব না (আর)

জামাইরে গিয়া বল ॥

তিন দিন মাত্র আল মায়া,

চার দিনের দিন যায় যে লয়া,

এমন পাগলা জামা এর সঙ্গে

নাইয়ারে বিল দিল ॥

হোলা গান

বন্মে বসন্ত মন্মে অনন্ত

সুখ দুঃখ কি বাত ॥

ফাগুন মলয়া পাগল বানাতি

কাইলি গুজার রাত ?

নয়া রসিকা নারী

ফাগু রং লেকর—

খেলতি আপ্না প্রিতমকি সাথ

মেরা দিলমে বিরহকি অনল

জল রহি দিন রাত ॥

আও প্রিতম এহিদিনমে

ফাগু খেলেনে মেরে সাথ ।

❀ প্রভাতি স্মরণ

জাগো জাগো ত্রিপুরবাসী

নিশি অবসান্নরে ॥

বণ দামামা বাজে শুন

কত আব ঘুমাও রে ॥

রাজায় রাজায় নয়রে লড়াই

গণতন্ত্র শৈবতন্ত্রের লড়াই

গগণে ঐ ওপন ডাকে

ময়দানে জোয়ান রে ॥

তরাইনেব যুদ্ধ নয়রে এবার

ভারত জাতির যুদ্ধ এবাব

এক সাথে জাগ ভাবত বাসী

ঘুমেব সময় নাইবে ।

❀ শ্রমিকের গান

ও শ্রমিক ভাই

সময়ের হিসাব তো নাই

এ ভারত তোমার আমার :

হেঁটুয়াই হেঁটুয়া মাঝ

(কর) জোয়ানের হাতিয়ার তৈয়ার ॥

খান্‌বোনা কারো উৎসানিতে

বাধা আন্‌বোনা দেশের উৎপাদনে

ধন্যঘটে জাতির ক্ষতি ।

এ ভারত তোমার আমার ॥

কোটি কোটি হাতে দিনে রাতে

কামান বিমান পঞ্চ কর তৈয়ার

এ ভারত তোমার আমার ॥

মোদের বলিষ্ঠ বাহু নাশিবে রাহু

যে আসে গ্রাসিতে ভারত ।

এ ভারত তোমার আমার ॥

❀ কোচাস হোচামুং

ত্রিপুরা হানি বোচাবগ চুং

মিলি তিনানি ফায় ।

চুং জন্ত পাগাডনি বোছা

মিলি তুনানি নায় ।

লুকুনি শাসন অচুক্কা সাল্‌থ

(চুং) দিল্লীঅ মৌজানা ফায় ॥

নাগা আসাম মনিপুবীসং

পাঞ্জাব গে'য়া গুজরাতিসং

দিল্লীঅ ফাইথা জন্ত জাইভিন'

(চুং) ইয়াব থানানি নায় ।

অক্ক বঙ্গ টংকল মিজু দানিরস'

কাশ্মীর তিমাচল মারাঠীসং

জন্তন চুং ভাবতনি বোছা

থান্‌ছা তুনানি নায় ॥

মধ্য প্রদেশ রাজস্থানী স'

উত্তর প্রদেশ আসামী সং

লাক্ষা দ্বীপ্‌নি ববক তিনি

দিল্লীঅ মৌজানা ফায় ।

❀ প্রতিরোধের গান

আমরা ভারত সন্তান

ও ভাই, আমরা জাতির মান ।

আমরা ত্রিপুর সন্তান

ও ভাই, আমরা দেশের মান ।

শত্রু নিধন ব্রত মোদের

কোটি কণ্ঠে অগ্নী গান ।

এই দেশে'ন মিঠেল হাওয়া

পবান শীতল করে,

জীবন মরণ এই মাটিতে

যাব কোথায় ছেড়ে ?

তাইতো আজি পণ করেছে

রাখতে জন্মস্থান, রাখতে জাতি-মান ।

স্ববাস বিলায় য'ই চামেলী

ছ'য়েল শ্যামা গায়

বারুদ গন্ধে মধুব বাতাস

কে ভরাতে চায় ?

হিসিয়ার সব দেশবাসী

রাখতে জন্মস্থান— রাখতে ভা'র ন-মান ।

(আমরা সবাই ত্রিপুর বাসী)

গানের মগ ভাসায় অহুৰাদ

হুলাউং মগাচৌধুরী

এল মাজারে ফয়খ্যাংমা

ভো জানি রাই অংব্রে খোঅংগো

হুই শেনে ছাংগাইমে ।

ভো আকুং সুঅুং ব্রেসংসা

প্যাংফো হুইপ্রে প্যাংফো প্যাংফো ॥

কোট মাগা রায় ফুইরে

লুমারে ব্রাকা অংফো

মাতারা ঠিংসু যেমাতেলে প্রারে সিকো আক্রব

গুক্বে জং মুসা কোগো ক্রকপ ফোয়েব মানি

হুই দো তাক্ পনই সুরে গংএউ

প্যাংফো গং স্বাধীন প্রে ।

গণতন্ত্রের গান

লক্ষ করে ধনিবা উঠুক
গনতন্ত্র কায়েম হউক ॥
প্রতিক্রিয়ায় হউক অবসান
একনায়কতার হউক অবসান
তুশাসনের কুটিল চক্র
গণভোটে আজ ধ্বংস হইক ॥
অনাহাযের ত্রৈ আলা
কালোবাজারের বজ্রিন খেলা
গৃহ্যব বৃকে পদঘাও হানি
জনতা আজ বিজয়ী হোক ॥

(মনিপুরি অনুবাদক : মনিসি-)

মি-পুনাংক্ লাউদানা হাউয়ু

গণতন্ত্র অয়ুতুয়ু

য়েকনাবা মায়াং তুয়ু ছুয়ু

আমাতামা পানবা লয়ু ছুয়ু

খোয়াই অপুয়া আমাতা অয়ছি

ফাতাবা থুবাং মাংছুয়ু

চাবা-হেনবাগি মৈচাক

মি নান্সাগি থো-ছিন

আকিবা থাপ্না ইনথকলাগা

তার না জামবা অয়ুতুয়ু

❧ প্রভাত ফেরিষ্ট স্মরণ

জাগো পূববাসী
অজ্ঞান তমসী বিনাশী,
নতোনৈরা শুন ডাকৈ আজি ॥
এইতো সে- দন

শ্রম রত্নিন
যুব শক্তি শ্রমণ
নিয়েছি যেদিন
আনবে দেশে গণতন্ত্র ঐক্য সংহতি ॥
উজ্জল দিনেব ইশারা
সবে আজি লাগে সারা
গুণ আহ্বান, ভারতের যুব শক্তি
সমাজ তত্ত্বের পূজাবী ॥

❧ প্রজাতন্ত্রনি চাচাবন্ধুঃ

ফাইদি বা তাখুরাও
ফাইদি বা বুখুবাও
ফিরক ফাইখা চীনি
ভারতনি প্রজাতন্ত্র দিন ।
ঠক নাহারদি উডিঅই তংখা
খুলুমদি বাণ্ডা রজিন ॥
ম দিন ন প্রজাতন্ত্র উংমানি
খিষিদি কেনা বোখাঅ তংমানি
মোছাআহু উংগয় বাক্ছা
রচাবআহু উংগয় বাক্ছা
তিনিলে প্রজাতন্ত্র দিন ॥

❧ নির্বাচনের গান

আমরা সবাই ত্রিপুরাবাসী

গড়বো সোনার দেশ—

গড়বো—গড়বো ॥

গড়বো সোনার দেশ,

গড়বো স্বাধীন দেশ,

শান্তি সুখী দেশ —

গড়বো—গড়বো ॥

নির্বাচনে রান্ন হয়েছে

গণতন্ত্রের জয়

ঐক্যবান নেতারা তবু

দেখায় মৃত্যু ভয় ।

আজকে শুধু মিথ্যা ভয়ে

পিছিয়ে থাকা নয়

এগিয়ে চল বীরের মত

গড়তে স্বাধীন দেশ ।

❧ প্রজাতন্ত্র সাক্ষি গোচায়:

ফিরগ কাইলাহা, প্রজাতন্ত্র সাল

হানি বরক কাই বাইদি বা

মিলি হিম্নানি ।

তিপরা হানি জন্ত বরক

তাখুক বুখুক জন্ত নরগ

সোমায় ভাংদি ভীনিমি দিম্খ

খান্ছা তংনানি ।

ত্রিপুরা ক্তাল্ সোনাম্না বাগুই

হানি উন্নতি খোলায়না বাগুই

দজ্জ ফাইদি হানি বোছারগ

(কাহায়) সামুং ভাংনানি ॥

❧ তলনার্জব গান

বৈশাখি না—এলা গেলো ।

দিনেব পাঁতা হাত উড়ে গেলো ।

মরা বড়ো কবর থেকে

নয়া বড় আঁজ জন্ম নিলো ।

কোন আগের স্বাগত জানাবো

দেবে না পাই !

আশা মি গান—দুধি জাল

বুনিতে না চাই—

শুধু নতোন 'কছুর সস্তাবনার

সময় যে এলো ।

আজ এক, কাল দুই,

যদি রক্ত চোয়ার হাতে বেঁচে যাই,

আয়ুর বাসরে মোরা

জীবণ মুক্তির গান গাইবো সবাই ।

এটুকু লিখার লাগি

স্মৃতির পাতাটি খোল ॥

ছক মোখাকলা

(আইন বিরুদি ষ্টাচামুং)

অ বাচুই সং মছা ফাইখা

চীনি হুগ্ অ লে মছা ফাইখা

নখানি ভালছে জুদা দো

হানি রকমছে জুদা দো

জুগ্ কাঁতাল্ নি তুংমু কাঁতাল

বাকছা অংগয় হিম্দি

বোখা কারাক্ চিকন্তি বাচুই

ইয়াগ' তুংখাই জেসা মাগুই
 ব কিছুন কিরিয়া লগিছে ছিমি তংদি ।
 বাচুই কলকতি রাংগাং বা
 কাহাম চাঅয় লনদি জুকমা
 থারনানি নাইঅ বাচুই কলকতি
 জন্ত ন বন' রম্দি ।
 হুগ্ অল থাং মাংগ্লাক দো
 খেত্ অ চুং জাল্ বায়নায় দো
 থাঙনানি হিংখাই থান্ছা অংগয়
 মুইয়া চানাই রগ্ তুংদি ।

❀ মার্চিং জ্বরে

এমনি দিনের ঘোষণা
 ভারত বাসীর সব জানা
 “স্বাধীন” বলে দৃপ্ত কণ্ঠে
 করেছিল ঘোষণা ॥
 সেই শপথ মোদের পূর্ণ হল
 পরাধীনতা দূর হ'ল
 আনন্দেরি গানে গানে
 মস্তিষ্ক হোক মূর্ছনা ॥
 এগিয়ে চল ভাই মরে
 দীর্ঘ পথ চলতে হবে
 পদক্ষেপে ফুটিয়ে তোল
 সুপ্ত আশার স্বপ্ননা ॥
 ভরে উঠুক তোমার আমার
 শান্তিনীড় এই ঘরখানা ॥

❦ প্রতিরোধের গান

(ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় রচিত)

ভারত মোদের, ত্রিপুরা মোদের,

বিপন্ন আজ ভাই ;

প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ি

এস আজ সবাই ॥

(ভাইরে) যুদ্ধবাদী পিষাচ আজি

মরণ খেলায় মাতে,

টুটি টিপে ধরবে আজি

আশি কোটি হাতে ;

জাগো আজি ত্রিপুরবাসী

শত্রুর মোকাবেলায় ॥

(ভাইবে) মাতৃভূমির স্বাধীনতা

প্রাণের বিনিময়ে —

পাকিস্তানী দুঃমণ কি তা

নিবেরে ছিনিয়ে ?

ভারত মাতার সম্মান মোরা

কিসের আবার ভয় ॥

(ভাইবে) বৃহত্তাক্ষী ভাই আমাদের

(যুদ্ধে) এগিয়ে চলেছে,

অতল প্রহরী জওয়ান

(মোদের) সকল সীমান্তে ;

অমরা আজি সবাই সৈনিক

পাকিস্তানি হামলায় ॥

হোসী গান

(ভাষায় সংহতী)

My dearling My dearling
Come soon thou ইয়াং ফাইটিং ?
ফাগুন দিনে হোক good morning
“ময়লো রাত আনছু” বোলকে তুম—
ওহি দিন চলা গয়া ।

To-day “ন ছাড়ি দিম” তোমায়ে
“বহুত দিন”ন “নুংন মাইয়া” ।

রঙে বডে শুধু রাতাব তোমায়

I will not do nothing

(Because you are
my dearling)

Oh My Dearling.

(এখানে ইংবেজী, হিন্দি, নেপালী, ত্রিপুরী, বাংলা ও নেয়াখালী
অঞ্চলিক কথার সমাবেস ঘটানো হয়েছে ।)

প্রতিশোধের গান

ও ভ্রমগণ দেশ রক্ষায় দাঁড় মন,

অভি-তপন ভাস্কবেয়া,

তোমায় দিল ডাক ।

পাকিস্তানি চীন দস্যুরা

আসে দেখ বাকের ঝাঁক ॥

ভীক যারা লুকায় তারা,

ঘরের কুনেতে ।

জাতির বিপদ আপন বিপদ,

ভাবেনা মনেতে ।

দিস না ভাই জাতিরে লাজ

দেশের মানটি রাখ ॥

ঘুম পাড়ানি গান

নীনি নমানে হাবাঅ থাংখা

থুছিদি মনাই থু ।

বলংনি মিয়ংছা উরনা ফায়'

মকল ভা ফিয়কছিদি ।

নীনি মায়চুলে তথা তালাংগ

ভরদি মনাই তর্ ।

নীনি মায়তুলে ছুইবরক চাঅ

লদি মনাই লক্ ।

তরাই লগাউ হিমনা সোরংদি,

পুথি নাউই ইস্কুল' থাংদি,

আবছি আনি বীথানি কক ।

সুরংতে সুরংতে ছিকোরং উংদি,

ছঙত্করগনি মোখাং চু' রিদি,

আবছে আনি মুচুংমা কক ।

আনি কুকুটলে ছিকলা উংগামু,

রেল বাই মত্তর কাউই থাংগামু,

কুকুটলে বীনি বোকরানি নক ।

❧ লুকু হোচামুং

হামজুকলে মান্খা কাহাম-ন' মারে—

মকলছে কল্‌সা ফুলি ॥

(ব) ডাখুম্ব' সান' তইয়াব' সান'

ভাইব সান' বায়লি ॥

মকল কলস। বাই বৌছুক মুগজান' ?

শামনানি বাগোই সাদিবা বন' ?

মকল হামরা ন' হাম রিনা বাগোই

রোনানি কায়দি বীথি ॥

রাঙ গোনং সিনহুক নাদি হিন'

বৌবতুই হামজাগ নায়দি চুন',

বৌখুক বাই সাত্তি নাদি জুত ন'—

ছুরাঙ্গিলে রৌয়া ॥

ব' বাই হামজাগনাউরগলে জাতু

চাখাউ কাহাম মান' ।

ব' বাই কক বাকছা উংনাউরগলে—

লাকাই রাঙ মান' ।

ব' বাই নায়সলে জাগনাউ রথ-ন'

ব'-লো কিছুব' রিয়া ॥

❀ বাপেস্তী হাগিজী

লাল হল ধরনী আজ,

আবির কুম্ কুমে ॥

পাহাড়ের ঐ কুনে কুনে,

বং ঢালে কে পলাশ ফুলে !

শিমূল মাদার ডালিম কলি,

শিরীষ লাল ঐ গোলাপ গুলি,

লালে লাল দেব আজি,

ফাগুনেরি হোলী খেলে ॥

মাইলা কলোজে মনোন বহুণ উৎসাবহু অন্য লিখা (১৯৬৫)

অ রাঙচাক কীতাল কীতাল

অ জাহ কীথরাং কীথরাং

ফায়দি বা কীতাল লগিসং ॥

বিছি কীতাল ফায়লাহা,

বারি খুমতীয়া বারলাহা,

ম সাল' কীবাক লাইনা—

ফায়দি বা কীতাল লগিসং ॥

কীচামলে থাংনানি.

কীতাললে ফায়নানি,

(ম'লে) মিবিছিতিনি তংমুং—

ফায়দিবা কীতাল লগি সং ॥

(নবীন সোনা বন্ধুরা, আমার সবুজ বন্ধুবা

এসো । নববর্ষ এসেছে, “খুমতীয়া” ফুল

ফুটেছে, এমনি দিনে পরস্পর আলিঙ্গন

করবো এসো নতোন সাথীরা । পুরাতনের

বিদায় আর নতোনের আগমন, এইতো

চিবকালের নিয়ম । নবীন সাথীরা এসো ।)

“শিশু বিহাঙ্গ” এর অন্য লিখা

চোঙ জত' চিকন চিকন,

ম হানি বোধকই বদল,

রোচাব' মোছাঅ তিনি—

উংগৌই বাকছা ॥

চৌঙলে ছেলোমা জিয়া
 চৌঙলে নায়ছলোমা ডিরা,
 চৌনি থালে দুমনি হাটাই
 রৌচাব' মৌজাঅ তিন
 উংগাঁই বাকুছা ॥

সাক জুদা উংখাইব' চৌঙ,
 জুদা জুদা তংখাইব' মুঙ,
 চৌরাভন' চৌনি ছিনোমা ॥
 তকানি চৌনি ছিনোমা,
 লালিনা হাই চৌঙ মৌজাঅ,
 চৌনি বোখালে কাহু—
 খুসিনি দংগর কায়সা ॥

সরস্বতী পূজাপলাফ গান

এলো মাঘ পঞ্চমী সুখদিন
 লয়ে সিকি চাঁদের ভেলা ।
 পলাশ উদাল ফুলে সাজালো
 বনানী তার মুকুল মেলা ।
 শুভ্রবরনী শ্বেত শতদল বাসীনি
 স্বরলে বাহিনী এলো বীণাপানী
 লক্ষ্মীর স্তানের ডালা ।
 প্রণমি তোমারে মাগো বিছাদাম্বিনী
 লহ মাগো ঘোদের সঙ্গীতাজলী
 দেহ মাতঃ ঘোদেরে চাক শিল্পকলা ।

উমা কান্ত একাডেমীর গান

এগো উমা কান্ত একাডেমি
 বরীন্দ্র চরণ পরশ ধ্য তুমি ।
 শুধু নহ ইটেই প্রসাদ সৌধ
 অশিক্ষারি অন্ধকারে
 আলোক স্তম্ভ তুমি ।
 অজ্ঞান ঘন তমসা বিনাশী
 তুমি - - - - - বিদ্যোৎসব বাসি
 শিক্ষার আলোয় ভেদেছো ত্রিপুর ভূমি ।
 তব কৃতি সন্তানবাহিনী আজ
 গড়িছে ত্রিপুরার নয়া সমাজ
 প্রাক্তন ছাত্র সমাজ যোরা
 প্রাক শতবর্ষে তোমার প্রণমি ॥

১৫ চিহ্নিত গানগুলি বিভিন্ন জলসা, হোলী, সভা সমীতি, মিটিং
 মিছিলের জন্য লিখা এবং গীত ।

★ চিহ্নিত গানগুলি আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের জন্য লিখা
 এবং ত্রীমতী পথিকা দেববার্ষিক কণ্ঠে গীত ।

সংশোধনী পত্র

পৃষ্ঠা	স্থলে	হইবে
১০	যায় পাখী যা	যা পাখী যা
১৩ ও ১৫	শিক্ষক দিবসের গান	ভুলে দুইবার ছাপা হইয়াছে
১৬	উমা	ওমা

চ'লে ছেলেমা ! ছিয়া,
চ'লে নয়ছলেমা ছিয়া,
চাঁনি খালে খুমনি হাতাই
রীচাব' মোজাঅ তিনি
উংগাই বাকছা ॥

সরস্বতী পূজাপল্লভে গান

উমাকান্ত একাডেমীর গান

ওগো উমাকান্ত একাডেমি
 বরীন্দ্র চরণ পরশ ধন্য তুমি ।
 শুধু নহ ইটের প্রসাদ সৌধ
 অশিক্ষারি অন্ধকারে
 আলোক জ্বলন্ত তুমি ।
 অজ্ঞান ঘন ওমসা বিনাশী
 ঢালে - - - - - যিহেছোঃগো বাসি
 শিক্ষার আলোয় ভেবেছো ত্রিপুর ভূমি ।
 ভব কৃতি সন্মানবাঞ্ছীসাজ
 গড়িছে ত্রিপুরার নয়া সমাজ
 প্রাক্তণ ছাত্র সমাজ মোরা
 প্রাক শতবর্ষে তোমার প্রণমি ॥

❧ চিহ্নিত গানগুলি বিভিন্ন জলসা, হোলী, সভা সমীতি, মিটিং
 মিছিলের জন্য লিখা এবং গীত ।

★ চিহ্নিত গানগুলি আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্রের জন্য লিখা
 এবং শ্রীমতী পথিকা দেববর্মার কণ্ঠে গীত ।

সংলাপনো পত্র

পৃষ্ঠা	স্থলে	হইবে
১০	যায় পাখী যা	যা পাখী যা
৯ ও ১৫	শিক্ষক দিবসের গান	ভুলে ছুইবার ছাপা হইয়াছে
১৬	উমা	ওমা

১৯	চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ	চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
১৯	অথ	অথৈ
২০	।	। চিহ্ন থাকবে না
২১	থবাং	থরাং
২২	জুদা জুদা দরম উংখাইব' সঙ্গে জুদা জুদা কক উংখাইব' হবে	
২২	হা বেদেক হা	হা বেদেক
২৩	মাখলতার	মাখবীলতার
২৭	সরসভী	সরসভী
৩০	গেলে	গেলা
৩০	হেমেন্তুর	শরতের
৩১	নিতে	দিতে
৩২ (২ নং)	শান্তি রাখবি আর	(নয়া) ত্রিশুরা গড়বি আর
৩২ (শেষ)	”	নয়া সমাজ গড়বি আর
৩৩	আমাতে	আমারে
৩৩	শিখাইয়া	শিখাইয়া
৩৪	হুটো	হুটু
৩৬	খন	ঘণ
	পাঠাবনা	পাঠাইব না
	আল	আইল
	মায়া	মাইয়া
৩৬	লয়া	লইয়া
৩৬	জামা	জামাই
৩৭	খানবোনা	খামবোনা
৪১	নিয়েছি	নিয়েছে
৪২	গড়তে	রাখতে

